দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 12 6 FEB 2015
পৃষ্ঠা ৩

শিক্ষা ■ শ্যামল সরকার

শিক্ষা সংস্কারে কেশবপুরের দৃষ্টান্ত

দেশের বিগত কয়েক দশকের রাজনৈতিক অঙ্গনের চালচিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভাল অর্জন যা কিছু তা রাজনীতির কারণেই হয়েছে। আবার উল্টো চিত্র যে নেই তা নয়। ক্ষেত্রবিশেষ রাজনীতি বা রাজনৈতিক নেতার কারণে অনেক দুর্নামও হয়েছে। পরিস্থিতি অনেকক্ষেত্রে রাজনীতির বিপক্ষে গেছে জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে এমন নজিরও রয়েছে। রাজনীতিতে সদিচ্ছা আন্তরিকতা ও ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে পারলে ভাল কিছু করা যায়—যা সমাজ ও দেশের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারে।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর সরকার প্রথমেই যে বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা হচ্ছে শিক্ষা। গঠন করেছিলেন ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ক্ষমতার পালা বদলে হারিয়ে যায় সে কমিশনের প্রতিবেদন। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর আবারও জোর দেয়া হয় শিক্ষার ওপর। সাক্ষরতার হার কমিয়ে শূন্যতে নামানোর পরিকল্পনায় নেয়া হয় অনেক সিদ্ধান্ত। শিক্ষাঙ্গনের লাগামহীন নকল প্রবণতা শিক্ষাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় সাক্ষরতার হার কমানোর উদ্দেশ্য বহুলাংশে সফল ও নকল প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। ইতিমধ্যে সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি চালু, প্রাথমিক সমাপনী ও অষ্টম শ্রেণিতে পাবলিক পরীক্ষা চালুতে অনেক সুফল মিলেছে। শিক্ষার্থীদের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার ক্ষেত্রে ভয়ভীতি কেটেছে বেড়েছে উৎসাহ। এজন্য অবশ্যই সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মরহুম এ এস এইচ কে সাদেক এবং বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। বলা ভাল সাদেক সাহেব যখন শিক্ষামন্ত্রী তখন আজকের মন্ত্রী ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান। সে সময়েই শিক্ষা সংস্কারে নেয়া পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়িত করে শিক্ষার ধারাকে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। ওই সময়েই চালু করা হয় ফলাফলের ক্ষেত্রে গ্রেডিং পদ্ধতি। সরকারি-বেসরকারি সব ক্ষেত্রে এসব পদ্ধতি কার্যকর থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে বেসরকারি শিক্ষা নিয়ে সমালোচনা চলছে গত কয়েক দশক ধরে। বিশেষ করে বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগে মান বজায় না রেখে শুধুমাত্র 'দলীয় বিবেচনায়' ক্ষেত্র বিশেষে অর্থের বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগের মত ঘটনা ঘটছে এমন অভিযোগ প্রায় প্রতিষ্ঠিত। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়।

ব্যতিক্রম দেখলাম যশোরের মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মনোজবসু, মানকুমারি বসুর জন্মখ্যাত, কপোতাক্ষ, বুড়িভদ্রা হরিহর নদী বিদৌত কেশবপুর উপজেলায়। গত ৫ জানুয়ারি নির্বাচনের পর এই উপজেলা নিয়ে গঠিত সংসদীয় আসনে এমপি নির্বাচিত হন মরহুম এ এস এইচ কে সাদেকের স্ত্রী ইসমাত আরা সাদেক। মন্ত্রিসভায় তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী। তিনি প্রথমেই বিশেষ বিশেষ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে নিয়ে আসেন অরাজনৈতিক বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষকে। তার এলাকার শিক্ষাঙ্গনে দুর্নীতি বন্ধ করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় মনোযোগী করার তোলার নানামুখী পদক্ষেপ বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেন। অবসরপ্রাপ্ত ভালমানের শিক্ষকমণ্ডলির মাধ্যমে নিয়োগ সংক্রান্ত যাচাই-বাছাই কমিটি গঠন করেন। এখন এই কমিটি নিয়োগের উদ্দেশ্যে আবেদনকারীদের জন্য ৭০ নম্বরের লিখিত ও ৩০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। জেলা প্রশাসক বা তার প্রতিনিধি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার উপস্থিতিতে যাচাই-বাছাই কমিটি তাৎক্ষণিক প্রশ্ন করেন। লিখিত পরীক্ষায় পাস নম্বর পেলে তার মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে একইদিনে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। ফলে দুর্নীতির মাধ্যমে দলীয় বিবেচনায় শিক্ষক নিয়োগের বিন্দুমাত্র সুযোগ এখানে রহিত হয়ে গেছে। এটি বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগ বা বেসরকারি শিক্ষা সংস্কারের একটি মডেল হতে পারে। এমনকি অন্যান্য এলাকার জনপ্রতিনিধিরাও এই পন্থা অবলম্বন করলেও বেসরকারি শিক্ষাঙ্গনের দীর্ঘদিনের কলঙ্ক মোচন হতে পারে বলে বিশ্বাস করা যায়। স্থানীয় এমপি আরো যেসব পদক্ষেপ নিতে নির্দেশনা দিয়েছেন সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, প্রতি স্তরে ভর্তির জন্য পরীক্ষা, অনুত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের উচ্চতর স্তরে ভর্তি বা পরীক্ষায় অংশগ্রহণে বিরত রাখা, শ্রেণিকক্ষে ছয় ঘণ্টা পাঠদান নিশ্চিত করা, অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চালু রাখা, আন্তঃস্কুল খেলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা চালু করা এবং মধ্যাহ্নকালীন টিফিনের ব্যবস্থা করা। ইসমাত আরা বলেন, এসব কাজ করতে গিয়ে তিনি দলের ভেতর থেকে প্রচণ্ড বাধার মুখে পড়েছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ অত্যন্ত খুশি। এখন দলও সেটি বুঝতে পেরেছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

● লেখক : সাংবাদিক
shyamalssr@gmail.com